পরদিন আবার জামালপুরে এসে হাজির হল রহমত। অবিনেশ একবার বলেছিল দিদারকে সাথে নিয়ে যেতে, সে নাকি দিনের বেলা শুয়ে বসেই কাটায়। সাথে গেলে হয়ত কোন উপকারে আসবে, রহমত তাকে কিছু টাকাপয়সা দিলে তার উপকারও হবে। রহমত একবার ভেবেছিল সাথে একজন সঙ্গী থাকলে মন্দ হয় না, বিশেষ করে এমন লম্বা - চওড়া ষণ্ডা দর্শন কেউ। কিন্তু, পরে একই কারণে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। এমন কাউকে নিয়ে যেখানেই যাবে মানুষজন সতর্ক হয়ে পড়বে। ভাববে তার কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে। মানুষের কাছ থেকে খোঁজ খবর পেতে চাইলে সবচেয়ে কার্যকর হচ্ছে তাদেরকে বুঝতে দেয়া যে নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে। মানুষ ভয় পেলে কিংবা উদ্বেগে ভুগলে তারা সহজে মুখ খোলে না।

আসার পথে গাড়ীতে কানাডা থেকে মিজানের ফোন এসেছিল। যা শুনল তাতে রহমতের লোম খাড়িয়ে গেল। এলানের শরীরে বেশ কিছু হাড্ডি ভেঙেছে। এমার্জেন্সীতে ডাক্তাররা নাকি তার অবস্থা দেখে বুঝতেই পারে নি এমন দশা কি করে হতে পারে। কথা বলার মত অবস্থা এলানের ছিল না। তার তখনও জ্ঞান ফেরেনি। মিজান বাসায় ফিরে অজ্ঞাতনামা হিসাবে পুলিশে একটা খবর পাঠিয়েছিল। জুলেখার ভয় ছিল, কিন্তু এলানের জীবনের উপর কোন ঝুঁকি সে নিতে পারে না।

জুলেখার নানীর বাড়ীটা খুঁজে পেতে একটু সমস্যা হল। নানী থাকত চারদিকে নারকেল গাছে ঘেরা ছোট ছোট খান দুই মাটির ঘরে, উপরে পাতার ছাউনি। এক সময় তার বেশ কিছু জমি জমা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে নানা কারণে বিক্রী করতে করতে এই ভিটে বাড়ী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তার আঙ্গিনার এক পাশে বেশ কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। সেখানে আট-দশটা গরীব পরিবারের বাস। তাদের কোন জমি জিরেত নেই। নানী তাদেরকে থাকতে দিয়েছিল। তারা যতদিন চায় এখানে বসবাস করতে পারবে। এই তথ্য সে পেল সেখানকার এক বাসিন্দার কাছে। বুড়ী চোখে বিশেষ দেখে না কিন্তু জুলেখা এবং তার নানীর কথা তুলতে খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে লাগল। তার কাছ থেকেই জানা গেল জুলেখার বাবার বাড়ীর পুরানো কাজের মহিলা, যে নাকি জুলেখার দাই মা, নানীর ভিটে বাড়ীতেই থাকে। সে কয়েকটা গৃহস্থ বাড়ীতে কাজ করে। ফিরতে বিকেল হতে পারে। রহমত যদি চায় তাহলে নানীর বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে পারে। বুড়ী তাকে পানি–টানি দিতে পারবে কিন্তু আর কিছু বাড়িতে নেই যে তা দিয়ে আপ্যায়ন করবে। কাছের আরোও কতগুলো কুটির থেকে বেশ কয়েকটা ধুলি ধূসরিত বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারাই খুব উৎসাহ ভরে রহমতকে নানীর বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। অপেক্ষা করা ছাড়া রহমতের আর তেমন কিছুই করার নেই। দাই মার সাথে আলাপ করে যদি নতুন কিছু জানা যায়। এদিকে অকারনে ঘোরাফেরা করার কোন অর্থ হয় না। গ্রামের মানুষজন সন্দেহভাজন হয়ে উঠতে পারে।

ঘন্টা খানেকও যায় নি একটা রুক্ষদর্শন যুবক বড় বড় পায়ে হেঁটে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। "আপনি আমার সাথে আসেন।"

রহমত এই যুবকটিকে আগে কখনও দেখে নি। সে অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"

"দোকানে। সামনের মোড়ে। বাবর ভাই ডাকছে।" যুবকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল।

"বাবর ভাই কে?"
"বড় পার্টির নেতা। তাড়াতাড়ি আসেন, রাগ হয়ে গেলে সমস্যা। মাথার ঠিক থাকে না।"
রহমতের কাছে ব্যাপারটা ভালো ঠেকল না কিন্তু তারপরও না যাওয়াটা আরোও ঝুঁকিপূর্ণ মনে হল। হয়ত তার গাড়ী দেখে কৌতূহলী হয়েছে। পরিচয় জানতে চায়। নেতা গোছের মানুষ হলে সাঙ্গ পাঙ্গ নিশ্চয় আছে। সে যুবকটাকে অনুসরণ করে হেঁটে প্রায় শ' দুই গজ দুরের একটা ইঁটের দেয়াল দেয়া বাড়ীর সামনে এলো। বাড়ীটার সামনের অংশে খুচরা জিনিষ পত্রের দোকান। পেছনে একটা ঘরে পার্টির অফিস। সে গাড়ী নিতে চেয়েছিল, যুবকটা মানা করেছে। ঘুরে পেছনের পার্টী অফিসে ঢুকতে পাঁচ ছয় জন যুবককে দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজনের পোষাক আষাক বেশ দামী মনে হল, প্যান্ট শার্ট পরেছে, হাতে নতুন ঘড়ি, পায়ে সুন্দর জুতা। সে একটা ভারী কাঠের চেয়ারে আয়েস করে বসে আছে। বাকীরা লুঙ্গী আর শার্ট পরনে। এরা সবাই দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল যে লোকটি বসে আছে সেই এদের নেতা – খুব সম্ভবত বাবর ভাই।
রহমত ভেতরে ঢুকতে লোকটি তাকে হাতের ইশারায় বসতে বলল। রহমতের কেন যেন মনে হল, সে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সে নীরবে বসল। তাকে কঠিন দৃষ্টিতে দেখল লোকটা। "আমি বাবর। এখানকার সরকারী পার্টির যুব নেতা। আপনি কে? এখানে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?"
রহমত বিনীত কণ্ঠে বলল, "আমি জুলেখার স্বামীর বন্ধু। তার দাই মার সাথে একটু দেখা করতে এসেছি।"
"জুলেখা তো বিয়ের পর কানাডা চলে গেছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"
"জ্বী, কানাডা থেকে।"
বাবর চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল না তার কথা সে বিশ্বাস করেছে।
"দাই মার সাথে দেখা করার কি দরকার?"
"জুলেখা ভাবীর কিছু মানসিক সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে। দাই মা যদি কোনভাবে সাহায্য করতে পারে।" রহমত সত্যি কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিল। লোকটার হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে না সে রহমতকে খুব একটা পছন্দ করছে।
"জুলেখা ফিরে আসবে নাকি?" বাবরের কণ্ঠে কাঠিন্য।
"জ্বী না। আমরা ওখানেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। সেই জন্যেই গ্রামে এসে খোঁজ খবর করছি। যদি কেউ কিছু জানাতে পারে।"
"জুলেখার বাবার বাড়ী গিয়েছিলেন কেন? সেতো ভুতের বাড়ী।"
"ভেবেছিলাম যদি তার কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা হয়, তারা হয়ত কিছু বলতে পারবে। ওখানে কয়েক জনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারাই আমাকে এখানে পাঠায়।"
আপনমনে মাথা দোলাল বাবর। "সত্যি কথা বলছেন তো? আপনার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?"
"না ভাইয়া। আর কি উদ্দেশ্য থাকবে?"
মোবাইল ফোন বের করল বাবর। "পুরো নাম বলেন আর কানাডায় কোন শহরে থাকেন

বলেন।"
বলল রহমত। সার্চ করল বাবর। রহমতের ফেসবুক একাউন্ট আছে। বিভিন্ন ব্যবসা করে। নানান দিক থেকে তার সম্বন্ধে অনেক তথ্য চলে এলো, ছবি সহ। দেখে মাথা দোলাল বাবর। যে যুবকটি তাকে ডেকে এনেছিল তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওনার সাথে যা। দাইমার সাথে আলাপ শেষ হলে উনি যেন কোন ঝামেলা ছাড়া এখান থেকে ফিরে যেতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখবি।"
রহমতের দিকে ফিরল বাবর। "দাই মার সাথে কথা হলে সোজা কানাডা ফিরে যাবেন। এখানে আমরা জুলেখাকে চাই না। সে এই গ্রামে অনেক সমস্যা করেছে। আর না। বুঝেছেন?"
শান্ত ছেলের মত মাথা দোলাল রহমত। এই বিপদ থেকে ছাড়া পেলেই সে বাঁচে। এই লোকটা কেন জুলেখার ব্যাপারে এতো উদবিগ্ন সে ঠিক বুঝতে পারছে না।
প্রথম যুবকটার সাথে ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে পেছনে ফিরে তাকিয়েছিল রহমত। বাবর অফিস ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ঘাবড়ে গিয়ে হাত নাড়ল রহমত। বাবরও ছোট করে পালটা হাত নেড়ে একটা সিগ্রেট ধরাল। কোথাও একটা প্যাঁচ আছে, মনে মনে ভাবল রহমত। এই লোকটা কি জুলেখার ব্যাপারে কিছু জানে? নাকি সে অন্য কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?
দাই মার ঘরে ফিরে এসে আবার উঠোনে একটা পাটিতে বসল রহমত। যুবকটা একটু দূরে একটা নারকেল গাছের নীচে ছায়ায় হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতার উপর বসল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকেই পর্যবেক্ষন করছে। রহমত তার দিকে তাকাতেও সে চোখ ফিরিয়ে নিল না। তাকে এবার একটু ভালো করে লক্ষ্য করল সে। বয়েস হয়ত আঠার-উনিশ হবে, পোড়াটে বাদামী গায়ের রঙ, রোগাটে শরীর কিন্তু দেখে বলশালী মনে হয়। মাথায় ঘাড় সমান লম্বা চুল, দাড়ি–মোচ এখনও বেশ পাতলা, হয়ত কালে ভদ্রে শেভ করে।
"তোমার নাম কি?"
"নাসের।"
"তুমি কি এই গ্রামেই থাক?"
মাথা দোলাল নাসের। হ্যাঁ। আর কি জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল রহমত। উলটা পালটা কিছু জিজ্ঞেস করে সে ছেলেটাকে সন্দিহান করে তুলতে চায় না। ছেলেটা নিজেই বলল, "জুলেখা বু কেমন আছে?"
"ভালো। কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। তোমরা তো সবাই জানোই মনে হচ্ছে।"
"তার উপর জ্বীনের আছর আছে। মেয়ে জ্বীন। নাম চাঁদনী। মহা শয়তানী। সবাই তাকে ভয় পেত। কিন্তু জুলেখা বু ছিল একেবারে ফেরেশতার মত। তার মুখে একটা মন্দ কথা কেউ শুনবে না। কিন্তু ঐ শয়তানীটা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সে একেবারে পালটে যায়।"
"তুমি জান চাঁদনীর কথা?"
নীরবে মাথা নাড়ল নাসের। মনে হল তার মুখে মেঘের ঘনঘটা নেমে এল। ক্ষনিকের জন্য। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "সবাই জানে। কিন্তু কেউ বরপক্ষকে বলে না। সবাই চায় জুলেখা বু এখান থেকে দূরে চলে যাক, তাহলে চাঁদনীকেও আর আমরা দেখব

না।"
"কি করত চাঁদনী?"
নাসের বলল, "ওর অনেক রাগ আর ভীষণ শক্তি। কত তাগড়া জোয়ানকে এক ধাক্কা দিয়ে বিশ ফুট দূরে ছুড়ে ফেলেছে!" তারপর গলা অনেক খানি নামিয়ে বলল, "অনেকে বলে ঐ নাকি জুলেখা বু'র বাবা মাকে মেরেছে। সে নাকি তাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ এসে সব দেখে টেখে বলল আত্মহত্যা। আমার মাথা আর মুণ্ডু। চাঁদনী মেরেছে ওদেরকে। শুধু ওরা না, জুলেখা বু'র নানি – তাকেও নাকি চাঁদনীই মেরেছে। জ্বীনদের অনেক ক্ষমতা। অনেক কিছু করতে পারে।"
রহমত অবাক হয়ে বলল, "সে কেন ওদেরকে মারবে?"
তাকে কিচ্ছুক্ষন পরখ করল নাসের। "আপনি সব গল্প জানেন না?"
মাথা নাড়ল রহমত। মনে মনে সে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে আছে। এমন আচমকা এই ছেলের সাথে এভাবে দেখা হবে কে জানত। মনে তো হচ্ছে এই ছেলেই খবরের ডিপো।
নাসের উঠে এসে তার পাশে বসল। গলা নামিয়ে বলল, "এই গ্রামে আমাকে অনেকেই চেনে। কেন জানেন? কারণ আমি বাশারের ভাই। বাশার ছিল আমার বড় ভাই। ছয় সাত বছরের বড় হবে, একটু পাগলা পাগলা ছিল। একা একা মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াত, বাঁশী বাজাত, গান বাঁধত। লোকে বলে এই কারণেই তাকে জ্বীনে ধরেছিল। একটা ছেলে জ্বীন। তার নাম ছিল জমিন। চাঁদনী জুলেখা বু কে ধরেছিল সেই ছোটবেলায়। জুলেখা বু একা একা ঘুরত, নিজে নিজে কথা বলত – নানী আর দাইমার মুখে শুনেছি। সুযোগ বুঝে তার উপর ভর করে শয়তানীটা। বাশার ভাইকে জ্বীনে ধরেছিল সাত আট বছর আগে। কপালের কি লিখন, সেই জ্বীনের সাথে চাঁদনীর হল ভাব। প্রেম পীরিতি। কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে তো জ্বীণ দেখা দেয় না। তারা দেখল জুলেখা বু আর বাশার ভাইকে। সবাই বলতে লাগল তাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে। আমরা হলাম দিন মজুর, আর জুলেখা বুরা হল কত নামী দামী পরিবার। কত টাকা পয়সা, ইটের বিরাট বাড়ী।"
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল নাসের। রহমত গভীর আগ্রহ নিয়ে এর পর কি ঘটল শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। নাসের মনে হল কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের ভাবনায় হারিয়ে গেল। রহমত তার চিন্তায় ব্যাঘ্যাত ঘটাতে চাইল না কিন্তু আবার তার ভয় হচ্ছে কেউ এসে গেলে নাসের হয়ত তার গল্পের শেষটুকু আর বলতে চাইবে না।
"নাসের! বাকীটুকু শোনাটা আমার খুব দরকার।" সে একরকম কাকুতি করল।
নাসের হতাশ কণ্ঠে বলল, "জুলেখা বু'র বাবা মা তাকে এক রকম জোর করে বিয়ে দিল আমিরগঞ্জের আসলাম ভাইয়ের সাথে। আসলাম ভাই কিছুই জানত না। সে ভালো মানুষ কিন্তু চাঁদনী জমিনের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে না। সেই জন্য সে আসলাম ভাইকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে জুলেখা বু'কে ছেড়ে দিতে। জুলেখা বু বাড়ী ফিরে আসার পর তার বাবা-মা খুব রেগে গেলেন। তারা আমার ভাইকে দোষ দিলেন এই বিয়ে ভাঙার জন্য। অথচ আমার ভাইটা ছিল একেবারে সহজ সরল একটা মানুষ। দিনের বেলা মজুরের কাজ করত মুখ বুজে আর সনধ্যা হলে বনে বাদাড়ে গিয়ে ঘুরত, বাঁশী বাজাত, ওর যা মন চাইত করত। একদিন ওকে বনের মধ্যে ধরল কয়েকটা লোক, ওদেরকে পাঠিয়েছিল জুলেখা বু'র বাবা। বাশার ভাইকে মেরে ফেলার জন্য। তার লাশ পাওয়া গেল

দু' দিন বাদে। একটা জলার মধ্যে ভাসছিল। সবাই বলল জ্বীনে মেরেছে। আমরা বিশ্বাস করি নাই। জ্বীন কাউকে মারে না। কখন শুনি নাই। পুলিশ আসল। জুলেখা বু'দের বাসায় তাদের ডাকা হল। তারা আর কখন আসে নাই।"

রহমত ফিসফিসিয়ে বলল, "আর জমিনের কি হল? জুলেখার সাথে যে জ্বীনটার ভালোবাসা ছিল?"

"কেউ জানে না। হয়ত অন্য কাউকে ধরেছে। কিন্তু সবাই জানে চাঁদনীই মেরেছে জুলেখা বু'র বাবা-মাকে। নিশ্চয় জমিনের কিছু হয়েছে তার পর। যার উপর তারা আছর করে, সে মরে গেলে জ্বীনরা কোথায় যায় কে জানে। কিন্তু বাশার ভাই খুন হবার পর আমাদের সংসারটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন মাত্র চৌদ্দ। আমার বাবার শরীরটা ভালো না। কাম কাজ করতে পারে না। মা ছুটা কাজ করে। আমি মজুরি করতে শুরু করলাম। আমার মনের মধ্যে অনেক রাগ। আমার ভাইটা তো কিছু করে নাই। তাকে কেন মারল?" রহমতের একেবারে কানের কাছে এসে বিড়বিড়িয়ে বলল নাসের, "এই জন্য বাবর ভাইয়ের সাথে আছি। জুলেখা বু'দের ঘর বাড়ীর কোন ওয়ারিশ নাই। বাবর ভাই বলেছে কাগজ পত্র বানিয়ে সব নিয়ে নেবে। আমাদের পরিবার পাবে অর্ধেক।"

এবার বাবরের দুশ্চিন্তার কারণটা পরিষ্কার হল রহমতের কাছে। সে নিশ্চয় ভেবেছিল রহমত কোন উকিল টুকিল হবে, জুলেখার সম্পত্তি দেখভাল করতে এসেছে।

নাসের একটু চুপ করে থেকে সতর্ক কণ্ঠে বলল, "আপনাকে এই কথা বলেছি এটা যেন কাউকে ভুলেও বলবেন না। বাবর ভাই আমাকে শেষ করে দেবে। খুব খারাপ লোক। সবাই বলে সে অনেক মানুষ মেরেছে। নিজের হাতে না। টাকা দিয়ে। অনেক গরীব মানুষ এদিকে। অল্প কিছু টাকার জন্য জীবন নিয়ে নেবে।"

রহমত তাকে আশ্বস্ত করল। সে কাউকে বলবে না। সে নাসেরের হাতে কয়েক হাজার টাকা গুজে দিল। বলল জুলেখার হয়ে সে এটা তাকে দিচ্ছে। নাসেরের চোখ টলমল করে উঠল। বাইরে থেকে এমন কঠিন দর্শন একজন যুবকের ভেতরে এতোখানি তারল্য থাকতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে রহমতের বিশ্বাস হত না। নাসের একটু ধাতস্থ হতে রহমত জানতে চাইল, "নাসের, তোমার কি মনে হয় দাই মা আমাকে নতুন কিছু বলতে পারবে?"

নাসের একটু ভেবে বলল, "সবাই বলে দাইমা একমাত্র মানুষ যে জুলেখা বু সম্বন্ধে সব কিছু জানে। আর জানত নানী। কিন্তু তাকে তো চাঁদনী শয়তানীটা মেরেছে। গলা চেপে। নানী হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। সুস্থ মানুষ কেন ঐভাবে মরবে?"

রহমতের মাথায় একটা চিন্তা চিড়িক দিয়ে ওঠে। সেটা বাবরের কাজ না তো? জুলেখার সম্পত্তি বাগাতে হলে নানীকে সরানোটা দরকার ছিল। কিন্তু সব না জেনে কিছু আন্দাজ করাটা ঠিক হবে না। আর তাছাড়া সে এইসব খুন খারাবী নিয়ে ভাবতেও চায় না। তার এখানে করনীয় কিছুই নেই।